কোটচাঁদপুরের তাসলিমা হত্যা মামলায় ২ দিনের রিমান্ড সম্পন্ন

তাসলিমা হত্যা মামলার সন্দেহ ভাজন ২ আসামির ২ দিনের রিমান্ড শেষ হয়েছে আজ শুক্রবার । তবে রিমান্ডে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি বলে জানালেন কোটচাঁদপুর থানা উপপরিদর্শক ও মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার লক্ষিপুর গ্রামের ইজিবাইক চালক আলমগীর হোসেনের স্ত্রী তাসলিমা খাতুন(৩৮)। গেল ১ জুন (বুধবার) রাতে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে হত্যা করেন তাকে। ওইরাতেই বাড়ির পাশের ঘাসের জমিতে পাওয়া যায় তাঁর ক্ষত-বিক্ষত মৃত দেহ। পুলিশ তাঁর মৃত দেহ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে,পরের দিন ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠান।

পরে দিন ওই ঘটনায় তাসলিমার ভাই মোস্তফা রহমান বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেন। যার নাম্বার ১,তারিখ ২-০৬-২০২২।

কয়েক দিন পর পুলিশ ওই মামলার সন্দেহ ভাজন ৩ জন আসামিকে আটক করেন। যার মধ্যে ছিলেন উপজেলার লক্ষিপুর গ্রামের আনার মন্ডলের ছেলে চান মন্ডল(৩৫), খোসাল মন্ডলের ছেলে আব্বাস আলী, রমজান আলীর ছেলে বাদল হোসেন।

ওই ঘটনা সম্পর্কে বাদল আদালতে ৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন। নাম বলেন আব্বাস আলী ও চান মন্ডলের। ওই সময় পুলিশ বাকি দুই জনের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ২ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। তবে বিশেষ কারনে রিমান্ড স্থগিত হয়ে যায়।

বুধবার তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডে নেন তদন্তকারি কর্মকর্তা। এরপর দুই জনকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শুক্রবার তাদেরকে আদালতে পাঠিয়েছেন পুলিশ।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক মাসুদুর রহমান জানান, আসামীদের অজ্ঞাত করে মামলাটি করা হয়েছিল। মামলার পর থেকে তদন্তের পর সন্দেহ ভাজন ৩ জনকে আটক করা হয়। তবে তাদের মধ্যে বাদল আদালতে

৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন। তাতে বেরিয়ে আসে বাকিদের নাম। এ কারনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়ছিল। তবে তেমন কোন তথ্য মেলেনি রিমান্ডে।

ঝিনাইদহে ৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে চারজন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

এরা হলেন জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের দুই নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কনক কান্তি দাস, সদর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আনিচুর রহমান খোকা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার ও জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মকবুল হোসেন ও সৃজনী বাংলাদেশের (এনজিও) নির্বাহী পরিচালক একে এম হারুন অর রশীদ।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চেয়ারম্যান পদে কনক কান্তি দাস রির্টানিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক মনিরা বেগমের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ -১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার, শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিমসহ বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মি।

একই সময় অপর তিন জন জেলা নির্বাচন অফিসে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মুহাঃ আব্দুস ছালেক খবর নিশ্চিত করেন।

তিনি রাত সাড়ে ৭টার দিকে জানান চেয়ারম্যান সহ ৯টি পদে ভোট গ্রহন করা হবে। সাধারণ মেম্বর পদে ৬ জনের বিপরিতে ২৫ জন এবং সংরক্ষিত নারী সদস্য দুইটি পদের বিপরিতে ১৩ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। ৬৭ টি ইউনিয়ণ পরিষদ ও ৫টি পৌরসভার মেয়র, চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণ

ভোট দিতে পারেবেন। ঝিনাইদহ পৌরসভার নব নির্বাচিত মেয়র কাউন্সিলর সহ ১৩ জনের নাম ভোটার তালিকায় আসেনি। বর্তমান ভোটার ৯৫৪ জন।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সুত্রে জানা গেছে ভোটের আগে গ্যাজেট প্রকাশ হলে সদর পৌরসভার মেয়র কাউন্সিলরগণ ভোটার হবেন। সেক্ষেত্রে মোট ভোটার হবেন ৯৬৭ জন। প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৫ সেপ্টেম্বর।

দলীয় সুত্রে জানা গেছে আওয়ামীলীগের প্রার্থী হিসাবে কেন্দ্র থেকে চেয়ারম্যান পদে কনক কান্তিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে আবাবা এ্যাপসের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ, গ্রেফতার ২

ঝিনাইদহে আবাবা এ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইনে প্রতারণা করে অর্থ আত্মসাৎ চক্রের ২ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার রাতে সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

গ্রেফতারকৃতরা হলো সদর উপজেলার রামনগর গ্রামের ইয়াহিয়া মুন্সীর ছেলে তাবিবুর রহমান (৩০) ও ডেফলবাড়িয়া গ্রামের সবুজ হোসেনের স্ত্রী সমাপ্তি খাতুন (২৩)।

বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান প্রেস ব্রিফিং করে জানান, ডিজিটাল জালিয়াতি চক্রের সদস্যরা আবাবা এ্যাপসের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা করছে এমন খবরে তদন্ত শুরু করলে। তদন্তে সত্যতা পাওয়ায় সদরের ভেন্নাতলা এলাকা থেকে তাবিবুর রহমান ও পরে রামনগর এলাকা থেকে সমাপ্তি খাতুন নামের দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ৬ জনকে আসামী করে সদর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে।

চক্রটি ওই এ্যাপসের মাধ্যমে বিনিয়োগ করিয়ে দ্বিগুন টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আসছিল। এই চক্রের বাকি সদস্যরা কম্বোডিয়ায় বসে এটি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশারসহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল’র সদস্যরা।

ঝিনাইদহে ৩শ টাকার মরিচ এখন ২৫ টাকা

ঝিনাইদহে হটাৎ করেই কাঁচা মরিচের দর পতন হয়েছে। ৩ সপ্তাহ আগেও প্রতি কেজি মরিচ ৩’শ টাকা দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। অথচ সেই মরিচ এখন বাজারে ২৫ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। মরিচের ভরা মৌসুমে দর পতনে কৃষকেরা হতাশ হয়ে পড়েছে।

কৃষকেরা জানান, এখন প্রতি কেজি মরিচ জমি থেকে উঠাতে খরচ হচ্ছে ১০ টাকা আর বাজারে পাইকারী বিক্রি হচ্ছে রকম ভেদে ২৫ টাকা। আর খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ২৮-৩০ টাকা দরে।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর জেলায় এক হাজার ৭’শ ২৪ হেক্টর জমিতে মরিচ চাষ হয়েছে। সদর উপজেলার চন্ডিপুরের মরিচ চাষি মিজানুর রহমান বলেন, মরিচ চাষের জন্য সার কিনতে গেলে চাহিদা মত পাওয়া যাচ্ছে না, আবার পাওয়া গেলেও দাম বেশি। আবার কীটনাশকের দাম বেড়েছে কয়েক গুন। সবমিলিয়ে এই দামে তাদের লোকসানের আশঙ্কা তৈরী হয়েছে।

সরজমিন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বাজার গোপালপুর, গান্না, কোটচাঁদপুর উপজেলার সাব্দারপুর বাজারে দেখা যায়, প্রতি কেজি মরিচ পাইকারি ২০ থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ব্যাবসায়িরা জানান, তারা প্রতিদিন চাহিদা অনুযায়ী মরিচ কিনে থাকেন। কিন্তু বাজারে চাহিদার তুলনায় বেশি পরিমাণ মরিচ আসছে। তাই দাম কম বেশি হচ্ছে।

কোটচাঁদপুর উপজেলার সাব্দারপুর বাজারে মরিচ বিক্রি করতে আসা সোনা মল্লিক বলেন, তিনি দুই বিঘা জমিতে নাবি মরিচ করেছেন। ভালো মরিচ ধরেছে। মরিচ তুলতে ১০ টাকা প্রতি কেজি জোন খরচ পড়ছে। বাজারে আনতে পরিবহন খরচ ও খাজনাসহ নানাভাবে খরচের পর টাকা পাই। এই দামে খরচের টাকাই উঠছে না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের উপ পরিচালক আজগর আলী বলেন, বর্তমান নতুন গাছে মরিচ আসছে। উৎপাদন ভালো হচ্ছে, যে কারণে দাম কিছুটা কম।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব নিলেন খান মাসুম বিল্লাহ

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব নিলেন খান মাসুম বিল্লাহ। আর ছেড়ে গেলেন মোঃ দেলোয়ার হোসেন। বুধবার সকালে এ দায়িত্বভার গ্রহন করেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, পদোন্নতি পেয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব হয়েছেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন। তিনি আগেই অফিসিয়াল কার্যক্রম শেষ করলেও বুধবার সকালে আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব ছেড়েছেন। অন্যদিকে নবাগত নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন খান মাসুম বিল্লাহ। তিনি খুলনা কমিশনার কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।

সকালে যোগদানের পর থেকে উপজেলায় কর্তব্যরত কর্মকর্তা,কর্মচারী ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি।

কোটচাঁদপুর পৌর কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে একাডেমিক স্বীকৃতি অনিশ্চিয়তা

কাম্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিও শর্ত পূরনে ব্যর্থ হওয়ায় এবারও ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে এেকিাডমিক স্বীকৃতি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। দীর্ঘ প্রায় একযুগ থেকে এ অবস্থা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

এ নিয়ে এরই মেধ্য শিক্ষার্বোড কর্র্তৃক কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় কেন তাদের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা হবে না ব্যখ্যা চেয়েছে। ফলে এক দিকে এ বিভাগের শিক্ষক-কর্মচারিরা হতাশার মধ্যে পড়লেও অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদোন্নতির প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর সরকারের কোটি টাকা পানিতে ডুবিয়েও তারা বেপরোয়া।

অনুসন্ধানে জানা যায়, এ কলেজটিতে বিজ্ঞান শাখায় বিগত ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে ৬জন, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ৪ জন, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ১ জন, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ২ জন, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ০ জন,ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এমতাস্থায় গত দু’বছর আগেও যশোর শিক্ষাবোর্ড কলেজটিকে একাডেমিক স্বীকৃতির চিঠিতে সর্তক করে বলেছে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কাম্যসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে না পারলে আগামী শিক্ষাবর্ষে একাডেমিক স্বীকৃতির মেয়াদ নবায়ন করা হবে না।

সুত্র জানায়, এর আগে ২০১৬ সালে প্রদত্ত একাডেমিক স্বীকৃতি পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ি শর্ত পুরন করতে না পারায় একই ভাবে কৈফিয়তের মুখে পড়ে কলেজটি। শেষ পযর্ন্ত নাকি অনৈতিক ভাবে টাকা দিয়ে নবায়ন করতে হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ৩ বছরের জন্য অর্থ্যাৎ ২০২১-২২ ইং শিক্ষাবর্ষ পযর্ন্ত প্রদত্ত বিজ্ঞান শাখার একাডেমিক স্বীকৃতি পত্রে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে আগামী শিক্ষাবর্ষ হতে অর্থ্যাৎ ২০২০-২১ শিক্ষা বর্ষের পর বিজ্ঞান শাখায় কাম্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে না পারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

ইতোমধ্য কিছু কলেজে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি পত্রে নির্দেশনা অনুযায়ি

তাদের একাডেমিক স্বীকৃতি স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। তবে বাস্তবতায় শিক্ষাবোর্ড কি করে তা জানার বিষয়। এরই মধ্যে মেয়াদ শেষ হওয়ায় আবার একাডেমিক স্বীকৃতি গ্রহনের জন্য দৌড় ঝাপ চালিয়ে যচ্ছেন কোটচাঁদপুর পৌর কলেজ অধ্যক্ষ। কিন্তু তা কি অন্য বারের মতো শুধু গতানুগতিকতার নিয়মেই স্বীকৃতি মিলে যাবে নাকি কাঠখড়ি পোড়াতে হবে সে প্রশ্নও রয়েছে। তবে একাডেমিক স্বীকৃতি নিয়ে যেন তেমন মাথা ব্যাথা নেই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের। তারা এখন পদোন্নতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা ভাবছেন শিক্ষার্বোড স্বীকৃতিতো দেবেই।

এদিকে অভিযোগ রয়েছে,বিজ্ঞান শাখায় যখন এ করুন হাল এবং সরকারের লাখ লাখ টাকা প্রতি মাসে গচ্চা যাচ্ছে,এর মধ্যেও থেমে নেই কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারা ইতোমধ্যে এই শাখার জন্যে অনর্থক ২জন ল্যাব: সহকারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আবার বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থী সংকটে অচলাবস্থার মধ্যেও কলেজটিতে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি পাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা। বিজ্ঞান বিভাগের মানোন্নয়নে ও শিক্ষাার্থীদের প্রতি মনোযোগের পরিবর্তে পদোন্নতি নিয়ে ব্যস্ততার কারনে এলাকার অভিভাবকদেও মধ্যে চলছে নানা সমালোচনাও।

একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে বার বার ব্যর্থ হয়েও নতুন করে একাডেমিক স্বীকৃতি কিভাবে পাচ্ছে কলেজ গুলো যেমনটি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর কলেজেও দেখা গেছে। তাহলে বিষয়টি গতানুগতিক ধারায় চলছে কিনা? এ প্রসঙ্গে যশোর শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আহসান হাবিব এর সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি বলেন কোন ভাবেই গতানুগতিকতা নেই। আসলে অনেক সময় কলেজ শিক্ষকরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নানা সমস্যার কথা বলে এবং শর্ত পূরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বীকৃতির মেয়াদ বাড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বার বার তো সে সুযোগ দেয়া যায় না। আমি দায়িত্ব গ্রহনের পর সব কিছুই যথাযথ সতর্কতার সাথেই চেস্টা করছি।

কলেজ শাখার পরিদর্শক একে রব্বানি বলেন, আসলে আমরা এর আগে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের এবং একবার অন্তত ৫০জন অধ্যক্ষের আবেদন নিবেদনর প্রেক্ষিতে মানবিক দিক বিবেচনা করে একাডেমিক স্বীকৃতির মেয়াদ বাড়িয়েছি। তবে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির শর্ত পুরনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ২০২০ সালে অনেক কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি স্থগিত করা হয়েছে। তবে কলেজ একাডেমিক স্বীকৃতির চিঠিতে

স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্বীকৃতি বন্ধের কথা বলা হলেও তিনি বিষয়টি জ্ঞ্যত নয় বলে জানান। এরই মধ্যে কোটচাঁদপুর পৌর কলেজসহ কিছু কলেজকে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে না পারার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে পূবালী ব্যাংকের ১০৪ তম উপশাখার উদ্ভোধন

কোটচাঁদপুরে পূবালী ব্যাংক, ১০৪ তম উপশাখার উদ্ভোধন করেছেন। সোমবার সকালে পৌর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে এ শাখার উদ্ভোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও ঝিনাইদহের শাখা প্রধান কাজী শিহাবুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক ও খুলনা অঞ্চল প্রধান আরিফুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও খুলনা শাখার প্রধান সালা্হউদ্দিন পিডিপির কোটচাঁদপুরের আবাসিক প্রকৌশলী মনোয়ার জাহিদ, কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন। বক্তব্য রাখেন পূর্বালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মারুফ হোসেন, যশোর শাখার ব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর উপশাখার ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান। বিশিষ্ট ব্যবসায়ি মোহাম্মদ আলী, সেলিম কায়সার,শিক্ষক আব্দুল আজিজ, প্রেসক্লাব সভাপতি নজরুল ইসলাম, ঠিকাদার ও ব্যবসায়ি সাইফুর রহমান,মেহেদি হাসান বুলবুল।

কোটচাঁদপুর বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংস্কার কাজে অনিয়ম

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজে অভিযোগ উঠেছে অনিয়মের। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা কেটে নেয়া হয়েছে ভ্যাট আর আয়করের নাম করে, এমন অভিযোগ ও রয়েছে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে। এরপরও কাজ ভাল হয়েছে বলে দাবি করেছেন উপজেলা প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,২০২১- ২২ অর্থ বছরে কোটচাঁদপুর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাইনর মেরামতের জন্য ২ লাখ টাকা করে বরাদ্দ দেন সরকার। এ বছর এর আওতায় উপজেলার ১৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে রঘুনাতপুর, কুল্লাগাছা, মানিকদিয়া, ছয়খাদা, শালকুপা, রাজাপুর, পারলাট, আব্দুররাজ্জাক, বাজেবামনদহ, হাড়াডাঙ্গা বিদ্যাধরপুর, বলাবাড়িয়া, চাঁদপাড়া, দূবাকুন্ড, কামারকুন্ড, চতুরপুর, ব্রক্ষপুর, হরিণদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ইতোমধ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়েছে । বিলও তুলেছেন অনেকে। এর একটি হচ্ছে রঘুনাথ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবেদ হাসান। আর প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন আবেদ হাসানের ভাই অমেদুল ইসলাম। এ দুই ভাই মিলে বিদ্যালয়ের মেরামত কাজের সিডিউল অনুযায়ী না করে তা ইচ্ছেমত সম্পন্ন করেছেন।

এমন অভিযোগ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য তাসলিমা খাতুনের। তিনি বলেন,থার্ড মাষ্টার যদি প্রধান শিক্ষক হন, তাহলে কাজ কেমন হবে। তিনি বলেন, কমিটি গঠনের পর মাত্র একটি মিটিংয়ে আমাকে ডেকে ছিল। আর কোন দিন ডাকেনি। আর বিদ্যালয়ে কখন কি হচ্ছে,তা আমি জানিনা। তবে অনিয়ম হচ্ছে এমন কথা শুনতে পাচ্ছি।

কাজ নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন ওই গ্রামের কলেজ পড়ুয়া ছাত্র সজিব আহম্মেদ। তিনি বলেন,বরাদ্দকৃত অর্থের একাংশও কাজ হয়নি এ বিদ্যালয়ে। জানা মতে বিদ্যালয়ের ভবন রং ও জল ছাদের কাজ করেছেন তারা। সজিব বলেন,দেখলাম ভবনের জল ছাদ করার জন্য ২ ট্রলি বালি আর কয়েক বস্তা সিমেন্ট আসতে। এতে করে সব মিলিয়ে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ৭০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। বাকিটা যা হবার,তাই হয়েছে।

আমার কিছুই জানা ছিল না। এখন জানলাম। শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে কথা বলে দেখি, ঘটনাটি কি ঘটেছে। এরপর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আশুহস্ত কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

দীর্ঘ ১১ বছর পর ঝিনাইদহ পৌরসভায় ভোট

সকল জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আজ রোববার ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

প্রায় সাড়ে ১১ বছর পর চলতি বছরের গত ১৫ জুন এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর উপর হামলার অভিযোগে নৌকা প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করে নির্বাচন কমিশন।

দীর্ঘ আইনী জটিলতা কাটিয়ে শেষে উচ্চ আদালত দ্রুত নির্বাচন করার নির্দেশ দিলে নির্বাচন কমিশন ১১ সেপ্টম্বর ভোট গ্রহনের দিন ধার্য্য করে। নির্বাচনে মোট চারজন প্রার্থী মেয়রপদে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন। এরা হলেন নৌকার প্রার্থী আব্দুল খালেক, স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল (নারিকেল গাছ), মিজানুর রহমান মাসুম (মোবাইল প্রতিক) ও ইশা আন্দোলনের মাওলানা সিরাজুল ইসলাম হাত পাখা নিয়ে প্রতিদ্বন্দিতা করছেন। চার মেয়র প্রার্থীর তিনজনই আওয়ামী পরিবারের সদস্য বলে জানা গেছে। এদিকে নির্বাচন উপলক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা ও নিরাপত্তা। র্যাব, পুলিশ ও আনসার সদস্যের পাশাপাশি ৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া ইভিএমে সুষ্ঠভাবে ভোট গ্রহনের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবে একজন করে নির্বাচন অফিসার। ভোটের দিন ১৮ জন নির্বাহী ম্যাজিষ্টেট গোটা পৌর এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করবেন।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ৯ সেপ্টম্বর মধ্য রাত থেকেই নির্বাহী ম্যজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে বিজিবি’র সদস্যরা পৌর এলাকার বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় টহল দিচ্ছে। পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশিকুর রহমানকে

কোচাঁদপুর কৃষকের ৫ বিঘা কুমড়া গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

এক কৃষকের ৫ বিঘা ধরন্ত কুমড়া গাছ কেটে দিয়েছেন দুর্বৃত্তরা। এতে করে ১০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী কৃষক শামীম হোসেন। এ ব্যাপারে শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর থানায় ৭ জনের নামে অভিযোগ করেছেন ওই কৃষক।

ভুক্তভোগী শামীম হোসেন বলেন, উপজেলার সাবদারপুর রেলগেট সংলগ্ন মাঠে আমার ৫ বিঘা কুমড়ার চাষ ছিল। শুক্রবার গভীর রাতে আমার সেই কুমড়া ক্ষেত কেটে দেয়া হয়েছে। কুমড়া গাছ গুলো ছিল ফুলে ফলে ভরা। আমি ইতোমধ্যে বাজারে বিক্রি ও করেছি। গাছগুলো কেটে দেয়ায় আমার ১০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

তবে আমার ধারনা কাম্প পাড়ার সোহাগ হোসেন, আবুল হোসেন, মানিক হোসেন,সুরুজ আলী, আনিচ হোসেন,জসিম উদ্দিন, নুরু মিয়ারা এ কাজটি করেছেন।

কারন উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের সঙ্গে আমার পূর্ব শত্রুতা রয়েছে। তারা ছাড়া এ ক্ষতি কেউ করতে পারে না। শামীম আরো বলেন, খবর পেয়ে আমি তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়েছি। এ সব নিয়ে কথা বললে,তারা আমাকে জীবন নাশের হুমকিও দিয়েছেন। আমি কোন উপায় না পেয়ে, কোটচাঁদপুর থানায় তাদের নামে অভিযোগ করেছি।

বিষয়টি নিয়ে আবুল হোসেন বলেন,সোহাগের সঙ্গে তাঁর গোলযোগ। সোহাগ শামীমের নামে মামলা করেছে। এ সবের জেরে হয়তো নিজেরা গাছ কেটে আমাদের ফাঁশানোর চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, গোল দুই দিন আগে আমারই ১০/১৫ টি কলা গাছ কেটে দিয়েছে কারা। আর আমরা কেন তাঁর গাছ কাটতে যাবো। এটা আমাদের জব্দ করার পরিকল্পনা তাঁর।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক হারুন অর রশিদ জানান,অভিযোগ হয়েছে। যেটি করেছেন সাবদারপুরের শামীম হোসেন। তাঁর ৫ বিঘা কুমড়া ক্ষেত কেটে দিয়েছেন বলে অভিযোগে তিনি উল্লেখ

□□□□□□□